প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা নিয়ে

বেকায়দায় দুই মন্ত্রণালয়

রাকিব উদ্দিন

শিক্ষানীতির আলোকে প্রাথমিক শিক্ষাকে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করা নিয়ে চরম বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। একদিকে পরীক্ষামূলকভাবে ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালু করে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল পায়নি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় এক বছর আগে মৌখিকভাবে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাছে ন্যস্ত করলেও প্রশাসনিক জটিলতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কায় দালিলিকভাবে তা হস্তান্তর করতে পারছে না।

পরীক্ষামূলক চালু করা বিদ্যালয়গুলোর চিত্র হতাশাজনক

লক্ষ্য অর্জনে পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

এ অবস্থায় দুই মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এখন প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণ ঠিক হবে কিনা সে সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করছেন। তারা বলছেন, বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হলেও বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এর বাস্তবতা রয়েছে কিনা, কিংবা এটার আদৌ প্রয়োজন রয়েছে কিনা সে সম্পর্কে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

এছাড়াও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান করানোর মতো যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় না নিয়ে এ শিক্ষাকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার কারণে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় রয়েছেন শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আউয়াল সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'আসলে এটা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। কিন্তু কর্তৃপক্ষ (দুই মন্ত্রণালয়) কেন যে এটা করতে পারছে না তা বোধগম্য নয়। আমার মনে হয় আমলারাই এখানে সমস্যা। তারা সরকারকে জুজুর ভয় দেখাচ্ছে। তারা সুষ্ঠু বেকায়দায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ১

বেকায়দায় : দুই মন্ত্রণালয়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারছে না। আমলারা আমাদের কোন পরামর্শও নিচ্ছে না।'

পাকিস্তান আমলেই প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করার দাবি উঠেছিল জানিয়ে তিনি বলেন, 'দুই ভাগে ভাগ করে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব। বিদ্যমান প্রাথমিক বিদ্যালয়কে 'প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক' এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়কে 'মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক' বিদ্যালয়ে উন্নীত করলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু আমলারা এটা শুরুই করতে পারছে না।'

গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গাফিলতি : শিক্ষানীতিতে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পাঁচ বছর থেকে বৃদ্ধি করে আট বছর অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত ২০১৮ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের লক্ষ্য স্থির করা থাকলেও লক্ষ্য অর্জনে যথাযথ পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এমনকি গত বছরের ১৮ মে প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীত করে তা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানালেও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় এক বছরেও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেনি।

জানা গেছে, মূলত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অতিমাত্রায় আগ্রহের কারণে গত বছর প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ঘোষণা দেয়া হয়। দুই মন্ত্রণালয়ের সভা শেষে গত বছর বলা হয়েছিল, 'বর্তমানে যে অবস্থায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চলছে, ঠিক সেভাবেই আপাতত চলবে। এতদিন ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার নজরদারি করত শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এখন থেকে দেখভাল করবে গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।'

ওই সিদ্ধান্তের পরও গত বছর জেএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। চলতি বছরও এ পরীক্ষা শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নিতে হবে বলে মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

গত বছরের ১৮ মে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'এই সিদ্ধান্তের পর একটু আনুষ্ঠানিকতা আছে। এর একটা সারমর্ম প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়ে অনুশাসন নিয়ে আসতে হয়। প্রয়োজনে মন্ত্রিসভার অনুমোদন করতে হতে পারে। সেটা আনুষ্ঠানিকতা। শিক্ষানীতির আলোকে এ সিদ্ধান্ত নিতে আমরা ক্ষমতাবান। দুই মন্ত্রণালয় মিলে ঠিক করে নিয়েছি, এতে কেউ দ্বিমত করবে না।'

অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণে হতাশাজনক চিত্র : পরীক্ষামূলকভাবে ২০১৩ সালে ৫০৩টি এবং ২০১৪ সালে ১২৪টি- মোট ৬২৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬ষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চালু করা হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ওইসব বিদ্যালয়ের মধ্যে ৪০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। এর মধ্যে গত বছর ৩৮টি বিদ্যালয়ে জেএসসিতে পাসের হার ৫০ শতাংশের কম ছিল বলে সংবাদকে জানিয়েছেন সিলেট বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর একেএম গোলাম কিবরিয়া তফাদার।

গত ২৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত অষ্টম শ্রেণীর জুনিয়র স্কুল ... কট (জেএসসি) পরীক্ষায় সিলেট বোর্ডে গড় পাস ... দশমিক ৩৭ শতাংশ শিক্ষার্থী।

... শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, 'প্রাথমিক ... যাতে অষ্টম শ্রেণী পড়ানোর মতো ন্যূনতম অবকাঠামো ও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নেই। প্রাথমিক স্কুলের ভবন মুরগির খাচার মতো। এগুলোতে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থী পড়ানোর মতো পরিবেশ ও লজিস্টিক সাপোর্ট নেই। তাছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জমি বা স্থাপনাও সীমিত। এজন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পাঠদান অব্যাহত রাখা হলে শিক্ষার মানের ক্রমশ অবনতি ঘটবে।'

বর্তমানে জেএসসি ও মাদ্রাসার জেডিসি পরীক্ষা নেয়া হয় শিক্ষা বোর্ডের অধীনে, যা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত হওয়ায় এই পরীক্ষা নিতে হচ্ছে বোর্ডের মাধ্যমেই। কারণ গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কোন শিক্ষা বোর্ড নেই। এসব বিষয়ের সমাধান না করে তড়িঘড়ি প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কারণে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে বলে শিক্ষা বিশ্লেষক ও শিক্ষকরা আশঙ্কা করছেন।

শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীত করতে হলে নতুন পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, প্রতিষ্ঠানের কাঠামো, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনবল, ব্যবস্থাপনা- সবকিছুই নতুন করে সাজাতে হবে। নিয়োগ দিতে হবে স্নাতক ও বিএড ডিগ্রিধারী শিক্ষক। কিন্তু ২০১০ সালে শিক্ষানীতি তৈরি করা হলেও এটি বাস্তবায়নে জাতীয় বাজেটে আলাদা কোন বরাদ্দ রাখা হয়নি।

এদিকে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক এবং জাতীয়করণ হওয়া প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিয়ে মোটেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মানসম্মত পাঠদান সম্ভব নয় বলে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন। তাদের মতে, নামকাওয়াস্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কাজের দায়িত্ব প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করলেই মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন হবে না।

আর বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন থাকা নিবন্ধনকৃত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্যানেলভুক্ত প্রায় ৪০ হাজার শিক্ষকের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদান সম্পন্ন হলে এ শিক্ষার মান নিয়ে শঙ্কা আরও বাড়তে পারে। কারণ প্যানেলভুক্ত প্রার্থীদের অধিকাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্ধারণ করা ছিল মেয়েদের জন্য এইচএসসি পাস ও ছেলেদের জন্য বিএ পাস।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আমিনুল ইসলাম চৌধুরী সংবাদকে বলেন, 'বিদ্যমান অবস্থায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী চালু করা সম্ভব নয়। কারণ বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলে মাত্র তিনটি করে ক্লাস রুম ও একটি করে অফিস রুম রয়েছে। রুমগুলোও খুব ছোট, মুরগির খাচার মতো। শিক্ষকও আছেন দুই-তিনজন করে। অষ্টম শ্রেণী চালু করার আগে অবকাঠামো বৃদ্ধি ও শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে।'

শিক্ষানীতিতে ২০১১-১২ অর্থবছর প্রাথমিক শিক্ষা সংস্কার অর্থাৎ এ শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণীতে উন্নীতকরণের কার্যক্রম জোরালোভাবে শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রায় ৩৭ হাজার সরকারি বিদ্যালয়ের মধ্যে ৫০৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী চালু করা হয়। পরে আরও প্রায় ২৬ হাজার বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ করা হলেও অষ্টম শ্রেণীর জন্য পৃথকভাবে শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

সবমিলিয়ে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যাল... হাজার ৮৬৪টি। সরকারের হিসাবে দেশে ... বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................

চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ	
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিষ্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর